যুগান্তর

FEB. 19 2002

তারিখ ......

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

FEB. 19 2002

শেখ বোরহানুদ্দীন কলেজের শীত মেলা ও সংস্কৃতি সপ্তাহ

রিজওয়ান রশিদ রিপন

আনন্দের মাধ্যমে অনুকূল পরিবেশে শিক্ষা এ বক্তব্যকে সামনে রেখে শেখ বোরহানুদ্দীন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজ গত ৬ থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি পালন করেছে শীত মেলা ও শিক্ষা সংস্কৃতি সপ্তাহ। এ উপলক্ষে পুরো সপ্তাহ জুড়ে কলেজ ক্যাম্পাস ছিল তারুণ্যের পদচারণায় মুখরিত। তরুণ শিক্ষার্থীরা পড়ালেখার ফাঁকে এ আয়োজনকে স্বাগত জানিয়েছে বিভিন্ন কালচারাল প্রোগ্রামের মধ্যদিয়ে। সপ্তাহব্যাপী প্রোগ্রামে তরুণ-তরুণীদের উপস্থিতি ছিল কবিতা আবৃত্তি, নজরুল, রবীন্দ্র, লোকজ, দেশাত্মবোধক, আধুনিক ইত্যাদি গান। এবার অভিনয়, উপস্থিত বক্তৃতা, দেয়ালিকা প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, নৃত্য প্রতিযোগিতা, ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে বিভিন্ন স্টল করা ও রক্ত সংগ্রহ করার মধ্যে। এ ছাড়া শিক্ষকদের ধারাবাহিক গল্প বলা প্রতিযোগিতাও অনেক শিক্ষার্থী উপভোগ করেছে। এ শীতে মেলা শীতের ছোঁয়া অনেক দিন আগেই লেগেছে। এই শীতের আমেজকে কলেজ স্টুডেন্টরা বিভিন্ন পিঠা তৈরি আর নানান শৌখিন দ্রব্যাদির ৩০টি স্টলের আয়োজনের মাধ্যমে ভাগ করে নিয়েছে। এ জন্য কলেজ প্রাঙ্গণে নানা পিঠা স্টল এসেছিল, যেখানে ভাঁপা পিঠা, তেলে পোয়া, পুলি, চিতই, নকশী, খেজুর, পাটি সাপ্টা ইত্যাদি পিঠার প্রদর্শন ও বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি নানা হস্তশিল্প, শোপিস, চিত্রাঙ্কণ প্রদর্শনীর স্টলও ছিল মেলা প্রাঙ্গণে।

● শীতে মেলা যেভাবে উপভোগ করেছে তরুণরা -

তরুণ তরুণীদের ভাষায় শীত মানেই পিঠাকুলি আর সকাল-বিকাল চাদরে গা ঢাকা। মনোবিজ্ঞানের অনার্স শেষ বর্ষের ছাত্র মোঃ এনামুল হক জানালেন, এই প্রথম আমাদের কলেজে এমন একটি মেলা হচ্ছে। এ জন্য খুবই ভাল লাগছে। তাছাড়া মেলার পরিবেশ দেখেই মনে হচ্ছে, এখন শীতের সময়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ২য় বর্ষের ছাত্রী ফারজানা হক জানালেন, মেলায় এসে নানান পিঠার আয়োজন দেখে আমার খুব ভাল লেগেছে। আমার মতে, অন্যান্য অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে আমাদের এ মেলাটি অনেকটা ব্যতিক্রমী। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের সোমা মৈত্র জানালেন, আমাদের তরুণদের জন্য এমন আয়োজন করে দেয়ায় টিচারদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া অন্যান্য অনেক কলেজের জন্য এটি একটি উদাহরণ হতে পারে।

● শিক্ষা সংস্কৃতি সপ্তাহ

যদিও এবারের সংস্কৃতি সপ্তাহ এই প্রথম। তবে সমাপনী দিনের ভাষণে অধ্যক্ষ জানালেন তরুণ শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার মাঝে আনন্দ দেয়ার জন্য এরকম আয়োজন, আমরা এখন থেকে প্রতি ২ মাস অন্তর অন্তর করব।

● এবারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সপ্তাহ

প্রথম দিন থেকেই কলেজ ছাত্রছাত্রীরা জাঁকজমকভাবে ঢাকা শহরের বিভিন্ন রাস্তায় নেচে-গেয়ে তাদের আয়োজনের দ্বার খোলেন। ওই দিন থেকেই শিক্ষার্থীদের জন্য নানা শিক্ষামূলক ও আনন্দদায়ক প্রতিযোগিতার পর্ব শুরু হয়। বাংলা ও ইংরেজি কবিতা আবৃত্তিতে অংশ নেয় সমাজকল্যাণ বিভাগ, কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগ ও মার্কেটিং বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা। উভয়ের মধ্যেই প্রথম হন সমাজকল্যাণ ৩য় বর্ষের ছাত্র শাহরিয়ার রহমান।

রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রথম হন বর্না দাস। সৈয়দ মোঃ নাজিমুদ্দিন প্রথম হন লোক সঙ্গীত প্রতিযোগিতায়। একক অভিনয় প্রতিযোগিতাও ছিল। এতে প্রথম হন কম্পিউটার বিজ্ঞানের অনার্স ১ম বর্ষের জান্নাত আফরোজ প্রকৃতি। উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় প্রথম হন অনার্স ৩য় বর্ষের ছাত্র শাহরিয়ার রহমান। নজরুল গীতি প্রতিযোগিতায় প্রথম হন আফরোজ সুলতানা। তিনি সমাজকল্যাণে মাস্টার্সের ছাত্রী। আধুনিক ও দেশাত্মবোধক গানে প্রতিযোগিতায় মামুনুর রহমান প্রথম হন। কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র তিনি। কলেজ তরুণদের কালচারাল এক্টিভিটি দেয়ালিকা প্রতিযোগিতার মাধ্যমেও বহিঃপ্রকাশ ঘটে। দেয়ালিকা প্রতিযোগিতায় প্রথম হয় সমাজকল্যাণ বিভাগের মাষের পাতা। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় সমাজকল্যাণ বিভাগ। তারা ছিল 'সর্ব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমঅধিকার'-এর পক্ষে। নৃত্য প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রথম হন মনোবিজ্ঞান ২য় বর্ষের ছাত্রী রেহানা পারভীন রুমা। এছাড়া প্যাভেলিয়ন সাজসজ্জায় প্রথম হয় হস্তশিল্প প্রদর্শনী স্টলটি। নানা প্রতিযোগিতা ছাড়াও প্রতি সন্ধ্যায় তরুণ শিক্ষার্থীরা দেশের নামকরা সঙ্গীত শিল্পীদের এবং গান, নাটক, জাদু উপভোগ করেছেন।

● শিক্ষা সংস্কৃতি সপ্তাহ নিয়ে তরুণ শিক্ষার্থীদের অভিমত

সমাজকল্যাণ ৩য় বর্ষের শাকিলা সুলতানা জানালেন, 'আমরা শুধু পড়ালেখা নয়, নানা সাংস্কৃতিক আয়োজনও কলেজ থেকে আশা করি। আমি মনে করি, এটা তরুণ শিক্ষার্থীদের একটা পড়ালেখারই অংশ।' সমাজকল্যাণ ৩য় বর্ষের আয়েশা পারভীন জানালেন, 'এবারের শিক্ষা সংস্কৃতি সপ্তাহ খুবই জমজমাট হয়েছে। তাছাড়া এখানকার প্রতিযোগিতায় উঠে এসেছে জ্ঞান-বিজ্ঞান আর আনন্দদায়ক নানা কিছু। সত্যিই এ রকম প্রোগ্রাম মনমুগ্ধকর। হিসাব বিজ্ঞান ২য় বর্ষের সঞ্জয় কুমার জানালেন, সব প্রতিষ্ঠানেই আমাদের মতো শিক্ষার পাশাপাশি নানা সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিত। কারণ, শিক্ষা এবং সংস্কৃতি একটি অপরটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।